আমি, স্বপ্ন এবং স্বপ্নপূরণ

আইভী রহমান

"স্বপ্ন" কি মিষ্টি ছোট্ট একটা শব্দ অথচ কি ভীষন অর্থের ভান্ডার এই শব্দে। স্বপ্ন দ্যাখেনা বা স্বপ্ন নিয়ে ভাবেনা এমন মানুষ নেই। সবাই স্বপ্ন বিষয়ক স্বপ্নে বিভোর থাকে, তবে স্বপ্নলোকের চাবি কি কেউ পায়? ছোট বেলায় স্বপ্ন দেখে দাদীকে জিজ্ঞাসা করতাম এই স্বপ্নের মানে কি? কেন দেখলাম এমন স্বপ্ন? এই স্বপ্ন দেখলে কি হয়? স্বপ্নটা সত্যি হবে কবে? দাদীর মাথা খারাপ করে ফেলতাম নানান ধরনের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। দাদী বলতেন স্বপ্ন কাউকে বলতে নেই তাহলে স্বপ্নের ভালো দিক খারাপ হয়ে যায়। যে স্বপ্ন বোঝে বা জ্ঞানী তাকে স্বপ্নের কথা শুধু বলতে হয়। আবারো দাদীকে বলতাম - ইস্! যেই না একটা স্বপ্ন তার জন্য আবার জ্ঞানী লোক খুঁজতে যাবো? বুঝবো কিভাবে কে স্বপ্ন বোঝে আর জ্ঞানী? দাদী রেগে যেত বলতো আমি জানিনা তোমার বাবাকে বলো গিয়ে। দৌড়াতাম বাবার কাছে - চুপচাপ সব শোনার পর বাবা বলতেন - যখনই কোন স্বপ্ন দেখবে কাউকে বলবে না, আমাকে বলবে। আমি তোমাকে স্বপ্নের মানে বুঝিয়ে দেবো। ... ... এই ভাবে চলতো আমার শৈশবের স্বপ্ন দেখা ও তার মানে খুঁজে ফেরার দিনগুলো।

এত স্বপ্ন যে কোত্থকে যে আসতো কে জানে! প্রচুর প্রচুর স্বপ্ন রোজ আমাকে জ্বালাতন করতো। বাবা খুব খুশী হতেন। আবার কোন স্বপ্নের ব্যাখায় কখনো চুপ করে যেতেন। বলতেন যা দেখেছো ভালো দেখেছো এর কোন ব্যাখ্যা নেই ... ...।

কখনো এমনও হতো দিনের বেলা শত চেষ্টার পরও মনে করতে পারতামনা রাতে কি স্বপ্ন দেখেছি। অথচ কেমন একটা স্বপ্নের ঘোর কাজ করতো মনের মধ্যে। এক সময় স্বপ্ন দেখলেই ডায়রীতে লিখে রাখতে শুরু করলাম। তারপর সেই ডায়রী দেখে দেখে পড়ে পড়ে আবারো স্বপ্নের তরীতে ভাসতাম। স্বপ্ন গুলো আমাকে নিয়ে যেত দুরে বহু দুরে - অসম্ভব সুন্দর কোন স্থানে। প্রচুর ভালো লাগার উপাদানে সমৃদ্ধ এক ভূখন্ডে। জেগে উঠেই মন বিষাদে ভরে যেত। বাস্তবে সব মিথ্যা। বাস্তবে কোন ভালো কিছু না দেখে ভাবতাম ঘুম থেকে আর না উঠলেই ভালো, তাহলে বাস্তবের সংঘাত - বাস্তবের রূঢ়তা বাস্তবের কুৎসিত কালো সংকীর্ণতা - বাস্তবের জঘন্যতা দেখতে হবেনা। অথচ ঘুম ভেঙ্গে যেতেই বুঝতে পারতাম আর ঘুমানো যাবেনা দৈনিক কাজের লম্বা পথপাড়ী দিতে হবে - স্কুলে, কলেজে এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও স্বপ্নেরা আমার পিছু ছাড়েনি। যেমন আজও স্বপ্নেরা আমার সংগে লেগে আছে ওতপ্রোত ভাবে। স্বপ্ন যেন আমাকে ছাড়া বাঁচেনা আর আমি স্বপ্ন ছাড়া!

স্বপ্নের এমন মোহনীয় যাদু! চমৎকার এক আকর্ষন! স্বপ্নেরা আজ স্বপ্নঘোরেই সত্যি! অথচ মাঝে মাঝে কিছু স্বপ্ন সত্যি সত্যিই সত্য হয়ে যায়! একসময় স্বপ্ন দেখতাম

"বন্ধুত্বের" । কেউ কেউ ভাববে স্বপ্ন দেখার এটা কোন বিষয় হলো! অথচ আমি অবলিলায় স্বপ্ন দেখতাম দিনের পর দিন সেই এক বন্ধনের । যার নাম 'বন্ধুত্ব' । নিস্পাপ - কলুষতা মুক্ত, সতেজ এবং সুবাসিত এক সম্পর্কে- আত্মার সাথে তিল তিল করে গড়ে ওঠা সেই সম্পর্ক । অদেখা এক বন্ধন যার নাম বন্ধুত্ব ।

আবেগ আর আকর্ষনের মায়ায় যেখানে জড়িয়ে থাকে হৃদ্যতা ... ... যে সম্পর্ক অবলীলায়, প্রগাঢ় বিশ্বাস আর প্রবল ভালবাসায় নিশ্চিন্তে সারাক্ষন ছুঁয়ে থাকে হৃদয়ের ভেতর বাড়ীর সারাটা আঙ্গীনা ... ... হৃদয় মন মাতাল করা শূভ্র সুন্দর সাদা ফুলের সুবাসে ভেঁসে যায় যখন স্বপ্নের ভেতর সেই স্বপ্ন আমি তখন প্রার্থনাায় মগ্ন থাকি স্বপ্নের স্বপ্নপূরণের । স্বার্থকতার জন্য । স্থায়ী এক স্বার্থকতার জন্য, প্রচন্ড সুন্দর পবিত্র এবং সুস্থ উদাহরন স্থাপনের জন্য ।

আমার প্রার্থনা বিফলে যায়না - আমার স্বপ্ন স্বার্থকতার ঝলমলে স্বর্ণালী চাঁদরে আমাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফ্যালে । আমি ভেসে যেতে থাকি স্বর্গীয় এক অনুভূতির ভালোলাগার আধিক্যে । অশ্রুর প্রস্রবন বয়ে স্বপ্নের সবটুকু স্বর্থকতায় জানান দেয়- খুশীর অশ্রু গালের উপর দাগ রেখে যায় । ভাললাগার তীব্রতা প্রগাঢ় আবেগে ভাঁসিয়ে নেয় আমাকে সেই 'বন্ধুত্বের' শক্ত মজবুত ইমারতের গভীর গোপন অন্তঃপুরে ... ... ।

অবলীলায় নিজেকে দাবী করতে পারি ভীষন ভীষন সম্পদশালী একজন হিসাবে । পৃথিবীর তাবৎ ধনভান্ডার একদিকে আর আমার বন্ধুত্ব একদিকের পাল্লায় তুললে আমিই জয়ী এবং জয়ী এবং জয়ী... ... । আমার বন্ধুদের বন্ধুত্বের সতেজতা, পবিত্রতা ও নিঃস্পাপ সৌন্দর্য্যে মগ্ন থাকি আমি । আমার গতকালের স্বপ্ন আজ সত্যি । আজকের জীবনে যখন সবাই শংকিত আগামীকাল নিয়ে, আমি তখন নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজে থাকি গভীর বিশ্বাসের মসৃন এক উদ্যানের সবুজ বুকে যেখানে আমার গতকাল আর বর্তমান মিশে একাকার হয়ে গেছে । স্বপ্নপূরনের মিলিত ধারায় এবং সেই ধারা এগিয়ে যাচ্ছে আমাকে সংগে নিয়ে আরও সুন্দর এক ভবিষৎ এর দিকে... ... ... ।

'বন্ধুত্ব' স্বর্থকতা পায় তখনই যখন তাতে থাকে নিস্পাপ ভালবাসা-ভাললাগা এবং এক বুক ভর্তি আবেগ । সারাক্ষন নিজস্বতার প্রাধান্যে মলিন হয়ে যায় এই দৃঢ় বন্ধন । অবহেলায় ছিঁড়ে যায় তেমনি বন্ধুত্বের শেকড় ... ... সাক্ষ্য প্রাধান্যতা দূর্বল করে দেয় বন্ধুত্বের বন্ধুত্বকে... ... ।

এইসব শর্তগুলো মনে প্রাণে মিশিয়ে নিয়ে আমিও আমার বন্ধুত্ব চমৎকার দিন কাটাই, জীবন কাটাই আমার সোনালী বিকেল কখনো খয়েরী হয়ে কাঁদায় না আমায় আর... ।

আমার ফেলে আসা বন্ধুহীন নিষ্প্রান সেই স্মৃতির শরীর ঝাপসা হয়ে গেছে। আমি স্মৃতির নিষ্প্রান সেই জীবনকে পেছনে ফেলে উত্তেজিত গতির সন্ধান পেয়েছি এই বন্ধুত্বের বন্ধনে। আমার গতিহীন নিপ্রভ জীবনে 'বন্ধুত্ব' দিয়েছে পুলকিত আনন্দময় উচ্ছলতা। আবেগ ও অনুভূতির মিশ্রণে তৈরী স্বত্ত্বার বোধ তীব্র হয়ে গেছে আমার। আমি পথ চলছি হালকা হাওয়ায় ভেঁসে ভেঁসে - আমার দৈনিক দৃশ্যমান অনুভূতির জগত আর স্বপ্নের জগত আজ মিলেমিশে একাকার। সেই স্বচ্ছ নিষ্পাপ ধারায় বয়ে চলেছে আমিও আমার বন্ধুত্ব... ... ... এবং চলছে ... ... চলছে।

১২.০৫.২০০৫

লেখিকা আইভী রহমান একজন আইনজীবি, লিখছেন অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা থেকে।